দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..24 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নকল বই সমাচার

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যবইয়ে বাজার সয়লাব। শিক্ষার্থিগণ যথারীতি সেইসব কিনিয়া লইতেছেন। কিন্তু টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, বাজার চলতি এইসব বই আসল নয়, নকল। পুস্তক ব্যবসায়ী ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতিও বলেন একই কথা। কিন্তু শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিকট হইতে এইসব বইয়ের মান বা বিষয়সূচি নিয়া কোনো অভিযোগ আছে কিনা, তাহা জানা যায় নাই। গত শনিবার পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত এক রিপোর্টে বলা হয়, টেক্সট বুক বোর্ড অনুমোদিত প্রকাশকদের বই এখন পর্যন্ত বাজারে আসে নাই, যদিও উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথমবর্ষের ক্লাস শুরু হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় একশ্রেণির অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ী বোর্ডের বইয়ের পাণ্ডুলিপি ভিন্ন পন্থায় সংগ্রহ করিয়া কোনোরূপ অনুমোদন ছাড়াই বই ছাপিয়া বাজারজাত করিতে শুরু করিয়াছেন। ইহাতে শিক্ষার্থিগণের বিশেষ কোনো ক্ষতি না হইলেও এনসিটিবি তথা সরকার বঞ্চিত হইবে বিপুল অংকের রাজস্ব হইতে। ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন এনসিটিবি অনুমোদিত ১৭টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য, বইপ্রতি শতকরা ১১ টাকা হারে রয়্যালিটি দেওয়ার শর্তে এনসিটিবি ১১টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে বাংলা ও ইংরেজি বই ছাপা ও বাজারজাত করিবার দায়িত্ব দিয়াছে। অতীতে এই কাজের দায়িত্ব পালন করিয়াছে ৩৮টি প্রতিষ্ঠান। এইবার আরও ভাল সেবা পাইবার আশায় অনুমোদিত প্রকাশনা সংস্থার সংখ্যা কমাইয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু ফল দাঁড়াইয়াছে, সময়মত বাজারে তাহারা বই আনিতে পারেন নাই। তাই বলিয়া বাজার বইশূন্য থাকিবে কেন! যে জিনিসের চাহিদা আছে, সেই জিনিস বাজারের নিজস্ব নিয়মে বাজারে চলিয়া আসিয়াছে। ফলে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, তাহারা বাধা দিতে গিয়াও নাকি কোনো কোনো স্থানে বিপাকে পড়িয়াছেন। ইহার মানে কী দাঁড়াইল?

বোর্ডের বই লইয়া প্রতি বৎসরই কোনো না কোনো সমস্যা হইয়া থাকে। হয় সময়মত বই পাওয়া যায় না, না হয় তো দেখা যায় ছাপার মান অতিশয় নিম্ন এবং মুদ্রণপ্রমাদ বেশুমার। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বই ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় বিনামূল্যে। বিনা পয়সার সেই বইও কিনিতে পাওয়া যায় বাজারে। উচ্চ মাধ্যমিকের বই বিনামূল্যের নহে, দাম দিয়াই কিনিবেন শিক্ষার্থিগণ। এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থিগণ যদি কাহারও মনোপলির তোয়াক্কা না করিয়া বাজার হইতে বই কিনেন, তাহা হইলে খুব কি দোষ দেওয়া যায়! তবে সেই বই যদি নিম্নমানের হইয়া থাকে, সে ভিন্ন কথা। সরকারকে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া, সে-ও কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আবার এই ক্ষেত্রে কপিরাইট আইনের খেলাপ হইতেছে কিনা, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। অননুমোদিত প্রকাশকগণ যদি তাহাদের নাম-পরিচয় গোপন করিয়া বই ছাপাইয়া বাজারজাত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেইটা জালিয়াতি বৈ তো নহে। তাহার পরেও আমাদের বলিবার কথা হইল, এইরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি কেন সৃষ্টি হয়? গলদটা আসলে কোথায়। ইহার প্রতিকারই বা হইতে পারে কী প্রকারে? বোর্ডের বইয়ের স্বত্ব সন্দেহাতীতভাবে টেক্সট বুক বোর্ডের। সেই স্বত্ব সুরক্ষিত করিতে গিয়া কিছুসংখ্যক পুস্তক ব্যবসায়ীকে একচেটিয়া ব্যবসায় করিবার সুযোগ দেওয়ার যে নীতি, তাহা কতখানি যৌক্তিক, সেও পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। এনসিটিবিকে নিয়মমাফিক রয়্যালটি দিয়া এবং বইয়ের কোনোরূপ বিকৃতি সাধন করা হইবে না—এইরূপ শর্তে যেকোনো প্রকাশনা সংস্থা বই বাহির করিতে ও বাজারজাত করিতে পারিবে; এই নীতি গ্রহণ করা হইলে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইতে পারে। সেইক্ষেত্রে নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থেই প্রকাশক সময়মত মানসম্মত বই প্রকাশ ও বাজারজাত করিবে। বিষয়টির প্রতি আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।